বণিক বার্তা
20 AUG 2026

এলডিসি উত্তরণ থেকে পেছানো যে কারণে যথাযথ সিদ্ধান্ত

সাধারণ নাগরিক হিসেবে যেকোনো ব্যক্তি নিজেকে উন্নত দেশের বাসিন্দা কল্পনা করতে ভালোবাসবেন—এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারভুক্ত হতে হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। বর্তমানে দেশটি স্বল্পোন্নত (এলডিসি) তথা নিম্নমধ্যম আয়ের। স্বল্পোন্নত থেকে উত্তরণ হলে বাংলাদেশ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ তথা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি পাবে। মাথাপিছু আয় প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার ডলার অতিক্রম করলে বাংলাদেশ উন্নত দেশের সারিতে পড়বে।

জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি মানদণ্ডের বিচারে বাংলাদেশ এ বছরের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণী অতিক্রম করে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কথা। অনেকে শুনে অবাক হতে পারেন যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করা হয়েছে যেন বাংলাদেশকে আরো তিন বছর স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণীতে রাখা হয়। মূল কারণ হলো, বাংলাদেশ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারেনি। বর্তমান সরকারের এমন আবেদন পতিত হাসিনা সরকারের বয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ হাসিনা তার পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার সরকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হয়েছে যা কিনা জাতির জন্য এক গর্ব এবং অহংকারের ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ। শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ছিল ২০৪১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখবে এবং ওই সময়ের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে ঘোষণা করবে। কিন্তু পরে দেখা গেল, হাসিনা সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেসব সূচক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করেছিল তার অধিকাংশই বিভ্রান্তিকর।

জাতিসংঘের বিচারে একটি দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় টানা তিন বছর ১ হাজার ২৩০ ডলার, মানবসম্পদ সূচক ৬৬-এর বেশি এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচক ৩২-এর কম হওয়া চাই। হাসিনা সরকার বরাবরই তথ্য জালিয়াতির মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছিল। জনগণের বাহবা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তথ্য-উপাত্তকে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপনে হাসিনা সরকার ছিল বেজায় পারদর্শী। সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ হাসিনা সরকারের পরিসংখ্যান জালিয়াতিকে এক বিস্ময়কর 'টপ টু বটম দুর্নীতির উন্নয়ন' হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তার মতে, গত দেড় দশকে আর্থিক খাতকে যেভাবে জালিয়াতি তথ্যের ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল তা দেশের ইতিহাসে তো বটেই দুনিয়াতেও বিরল।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মসৃণ উত্তরণের কৌশল হিসেবে বাংলাদেশ পাঁচ বছরের (২০২১-২৬) মধ্যে রফতানি সম্ভাব্য ১২টি অগ্রাধিকারমূলক খাতের বিকাশে মনোনিবেশ করার কথা ছিল। বর্তমানে রফতানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক শিল্প। মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ এ খাত থেকে আসে। কিন্তু এর বাইরে ওষুধ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্মাণ, প্লাস্টিক পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সফটওয়্যার ও আইটি সেবা, পর্যটন এবং ধাত্রীসেবার মতো খাতগুলোকে রফতানির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এসবের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এমনকি তৈরি পোশাক রফতানি খাতেও লেগেছে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ধাক্কা। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু এ বাজারে দেশের অবস্থান নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রফতানিকারক ১০টি শীর্ষ দেশ যথাক্রমে চীন, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২৭ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেশি। যদিও রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক ধারার কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য অনুকূলে আছে, কিন্তু বৈশ্বিক অস্থিরতা

'মধ্য-আয়-ফাঁদ'-এ পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এ ফাঁদের তাৎপর্য হলো একটি দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয় পর্যায়ে পৌঁছলে আর অতি সহজে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তর হতে পারে না। এর কারণ নিম্ন আয়ের দেশে সস্তায় শ্রমিক এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়, কম খরচে দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় বিধায় দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটে। মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় না। ফলে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ উচ্চ আয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রযুক্তিগত অনুন্নয়ন, অদক্ষ মানবসম্পদ, রফতানিতে বৈচিত্র্যহীনতা, আয়বৈষম্য এবং সুশাসনের অভাবে একটি দেশ মধ্য আয় ফাঁদে আটকা পড়ে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি কারণ প্রাসঙ্গিক। গত দেড় দশকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় পাইকারি হারে দলীয়করণ হয়েছে। সুশাসন এ দেশের মানুষের কাছে অধরাই রয়ে গেছে। নির্বাচিত সরকার আসার পরও উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি; কারণ দীর্ঘ সময়ের অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার যারা ক্রীড়নক তাদের অধিকাংশই নিজ নিজ অবস্থানে বহাল আছে। সরকারের নীতিনির্ধারকরাও এটি স্বীকার করেছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী থাকাকালীন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক বক্তব্যে দেশে নির্বাচনের পরও কোনো কিছু বদলায়নি বলে মন্তব্য করেন (প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০২৬)। সর্বত্র দুর্নীতি আর অদক্ষতার মধ্যে বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণীভুক্ত হলে আর কখনো উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ ঠিক এখনই স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণীভুক্ত হওয়া যৌক্তিক হবে কিনা তার একটি স্বাধীন মূল্যায়নের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গত বছর জাতিসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছিল। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিএনপি সরকার এ বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটির (সিডিপি) কাছে আবেদন জানিয়েছে যেন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া তিন বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশ কর্তৃক আরো তিন বছর সময় চাওয়ার আবেদন যথাযথ। এ সময়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ রাজস্ব ও আর্থিক খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করবে। সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে আছে করের আওতা বৃদ্ধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণ, করভিত্তিকে ব্যাংক ব্যবস্থার সহিত সংযুক্তকরণ, কর কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা হ্রাস, কর অব্যাহতির যৌক্তিকীকরণ, মূল্যসংযোজন কর প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুশাসন নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ, শিল্পের আধুনিকায়ন এবং রফতানি বহুধাকরণ। নির্বিঘ্নে উত্তরণ কৌশল তথা স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিজি) হিসেবে সরকার একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করেছে। ওই কমিটি ব্যবসায়িক এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে প্রতি মাসে পর্যালোচনা বৈঠক করবে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে সরকার রাজস্ব এবং মুদ্রানীতির যথাযথ মিশ্রণ দ্বারা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা হাতে রেখেছে। ঝুঁকিতে থাকা আর্থিক খাত সংস্কারে আগামী তিন বছর সরকার আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের চিহ্নিত ক্ষতগুলো সারানোর চেষ্টা চালাবে।

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের প্রক্রিয়া তিন বছর বিলম্বিত করার আবেদন জানিয়ে জাতিসংঘ বরাবর বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত আবেদনে ওপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ থাকলেও এর বাইরে বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অনেকগুলো প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

দীর্ঘসময় ধরে চলমান এসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়া। কক্সবাজারের মহেশখালীতে থাকা দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের একটি গত ২১ জুলাই অগ্নিকাণ্ডের পর বন্ধ হয়ে যায়। জ্বালানি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, দেশে দৈনিক প্রায় ৩৮৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে ঘাটতি প্রায় ১৭৭ কোটি ঘনফুট। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি তাৎক্ষণিক মেয়াদে তীব্র সংকটে পড়েছে। গ্যাসের অভাবে শিল্পোৎপাদন যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি পরিবহন সংকটও তীব্রতর হচ্ছে।

নতুন সরকারের আমলে এক শ্রেণীর অসাধু চক্র খোলস পালটিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাঁদাবাজি এবং দখল উৎসবে মেতে উঠেছে যা অর্থনীতির সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পথে বিরাট অন্তরায়। এ জাতীয় অ-অর্থনৈতিক উপাদানগুলো অনুন্নত সমাজে বিদ্যমান থাকলেও উন্নত অর্থনীতির চরিত্রের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বল্পোন্নত (এলডিসি) থেকে উত্তরণ হলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, বৈদেশিক বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে, ক্রেডিট রেটিংয়ে উন্নতির

ভালোবাসবেন—এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারভুক্ত হতে হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। বর্তমানে দেশটি স্বল্পোন্নত (এলডিসি) তথা নিম্নমধ্যম আয়ের। স্বল্পোন্নত থেকে উত্তরণ হলে বাংলাদেশ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ তথা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি পাবে। মাথাপিছু আয় প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার ডলার অতিক্রম করলে বাংলাদেশ উন্নত দেশের সারিতে পড়বে।

জাতিসংঘ নির্ধারিত তিনটি মানদণ্ডের বিচারে বাংলাদেশ এ বছরের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণী অতিক্রম করে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কথা। অনেকে শুনে অবাক হতে পারেন যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করা হয়েছে যেন বাংলাদেশকে আরো তিন বছর স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণীতে রাখা হয়। মূল কারণ হলো, বাংলাদেশ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারেনি। বর্তমান সরকারের এমন আবেদন পতিত হাসিনা সরকারের বয়ানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ হাসিনা তার পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার সরকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হয়েছে যা কিনা জাতির জন্য এক গর্ব এবং অহংকারের ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ। শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ছিল ২০৪১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখবে এবং ওই সময়ের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে ঘোষণা করবে। কিন্তু পরে দেখা গেল, হাসিনা সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেসব সূচক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করেছিল তার অধিকাংশই বিভ্রান্তিকর।

জাতিসংঘের বিচারে একটি দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় টানা তিন বছর ১ হাজার ২৩০ ডলার, মানবসম্পদ সূচক ৬৬-এর বেশি এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচক ৩২-এর কম হওয়া চাই। হাসিনা সরকার বরাবরই তথ্য জালিয়াতির মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দিয়েছিল। জনগণের বাহবা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তথ্য-উপাত্তকে বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপনে হাসিনা সরকার ছিল বেজায় পারদর্শী। সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ হাসিনা সরকারের পরিসংখ্যান জালিয়াতিকে এক বিস্ময়কর 'টপ টু বটম দুর্নীতির উন্নয়ন' হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তার মতে, গত দেড় দশকে আর্থিক খাতকে যেভাবে জালিয়াতি তথ্যের ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল তা দেশের ইতিহাসে তো বটেই দুনিয়াতেও বিরল।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মসৃণ উত্তরণের কৌশল হিসেবে বাংলাদেশ পাঁচ বছরের (২০২১-২৬) মধ্যে রফতানি সম্ভাব্য ১২টি অগ্রাধিকারমূলক খাতের বিকাশে মনোনিবেশ করার কথা ছিল। বর্তমানে রফতানি আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক শিল্প। মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ এ খাত থেকে আসে। কিন্তু এর বাইরে ওষুধ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্মাণ, প্লাস্টিক পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সফটওয়্যার ও আইটি সেবা, পর্যটন এবং ধাত্রীসেবার মতো খাতগুলোকে রফতানির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এসবের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এমনকি তৈরি পোশাক রফতানি খাতেও লেগেছে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ধাক্কা। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিন্তু এ বাজারে দেশের অবস্থান নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রফতানিকারক ১০টি শীর্ষ দেশ যথাক্রমে চীন, বাংলাদেশ, তুরস্ক, ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২৭ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেশি। যদিও রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক ধারার কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য অনুকূলে আছে, কিন্তু বৈশ্বিক অস্থিরতা ভবিষ্যৎ রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুল্কমুক্ত রফতানি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে, যার ফলে রফতানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমে যাবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল গোত্রভুক্ত হলে বার্ষিক গড়ে সাড়ে ১৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রফতানি আয় হারাবে। তাছাড়া 'ট্রিপস'-এর অধীনে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্পে যে সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশ হলে তা-ও বাতিল হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দাতাসংস্থাগুলো থেকে বর্তমানে নিম্ন সুদে ঋণ পেলেও পরিবর্তিত অবস্থায় ওই সুযোগ থাকবে না এবং বৈদেশিক অনুদানও বন্ধ হয়ে যাবে।

শিগগিরই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণীভুক্ত হলে সম্ভব হয় বিধায় দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটে। মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় না। ফলে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ উচ্চ আয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রযুক্তিগত অনুন্নয়ন, অদক্ষ মানবসম্পদ, রফতানিতে বৈচিত্র্যহীনতা, আয়বৈষম্য এবং সুশাসনের অভাবে একটি দেশ মধ্য আয় ফাঁদে আটকা পড়ে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি কারণ প্রাসঙ্গিক। গত দেড় দশকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় পাইকারি হারে দলীয়করণ হয়েছে। সুশাসন এ দেশের মানুষের কাছে অধরাই রয়ে গেছে। নির্বাচিত সরকার আসার পরও উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি; কারণ দীর্ঘ সময়ের অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার যারা ক্রীড়নক তাদের অধিকাংশই নিজ নিজ অবস্থানে বহাল আছে। সরকারের নীতিনির্ধারকরাও এটি স্বীকার করেছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী থাকাকালীন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক বক্তব্যে দেশে নির্বাচনের পরও কোনো কিছু বদলায়নি বলে মন্তব্য করেন (প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০২৬)। সর্বত্র দুর্নীতি আর অদক্ষতার মধ্যে বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণীভুক্ত হলে আর কখনো উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ ঠিক এখনই স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণীভুক্ত হওয়া যৌক্তিক হবে কিনা তার একটি স্বাধীন মূল্যায়নের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গত বছর জাতিসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছিল। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিএনপি সরকার এ বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতি কমিটির (সিডিপি) কাছে আবেদন জানিয়েছে যেন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া তিন বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশ কর্তৃক আরো তিন বছর সময় চাওয়ার আবেদন যথাযথ। এ সময়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ রাজস্ব ও আর্থিক খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করবে। সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে আছে করের আওতা বৃদ্ধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণ, করভিত্তিকে ব্যাংক ব্যবস্থার সহিত সংযুক্তকরণ, কর কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা হ্রাস, কর অব্যাহতির যৌক্তিকীকরণ, মূল্যসংযোজন কর প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুশাসন নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ, শিল্পের আধুনিকায়ন এবং রফতানি বহুধাকরণ। নির্বিঘ্নে উত্তরণ কৌশল তথা স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিজি) হিসেবে সরকার একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করেছে। ওই কমিটি ব্যবসায়িক এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে প্রতি মাসে পর্যালোচনা বৈঠক করবে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে সরকার রাজস্ব এবং মুদ্রানীতির যথাযথ মিশ্রণ দ্বারা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা হাতে রেখেছে। ঝুঁকিতে থাকা আর্থিক খাত সংস্কারে আগামী তিন বছর সরকার আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের চিহ্নিত ক্ষতগুলো সারানোর চেষ্টা চালাবে।

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের প্রক্রিয়া তিন বছর বিলম্বিত করার আবেদন জানিয়ে জাতিসংঘ বরাবর বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত আবেদনে ওপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ থাকলেও এর বাইরে বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অনেকগুলো প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

দীর্ঘসময় ধরে চলমান এসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়া। কক্সবাজারের মহেশখালীতে থাকা দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের একটি গত ২১ জুলাই অগ্নিকাণ্ডের পর বন্ধ হয়ে যায়। জ্বালানি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, দেশে দৈনিক প্রায় ৩৮৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে ঘাটতি প্রায় ১৭৭ কোটি ঘনফুট। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি তাৎক্ষণিক মেয়াদে তীব্র সংকটে পড়েছে। গ্যাসের অভাবে শিল্পোৎপাদন যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি পরিবহন সংকটও তীব্রতর হচ্ছে।

নতুন সরকারের আমলে এক শ্রেণীর অসাধু চক্র খোলস পালটিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে চাঁদাবাজি এবং দখল উৎসবে মেতে উঠেছে যা অর্থনীতির সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পথে বিরাট অন্তরায়। এ জাতীয় অ-অর্থনৈতিক উপাদানগুলো অনুন্নত সমাজে বিদ্যমান থাকলেও উন্নত অর্থনীতির চরিত্রের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বল্পোন্নত (এলডিসি) থেকে উত্তরণ হলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, বৈদেশিক বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে, ক্রেডিট রেটিংয়ে উন্নতির কারণে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন হবে এবং বৈশ্বিক চাকরির বাজারে বাংলাদেশীদের প্রবেশাধিকার বাড়বে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন হলে ২০২৯ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের পরিচিতি পরিবর্তন করে উন্নয়নশীল দেশের পরিচয়পত্র গ্রহণ করবে। পরিকল্পিত সংস্কার এবং মেরামত কার্যক্রম টেকসই হলে, দুর্নীতি আর অপশাসন হ্রাস পেলে ২০৪১ সালে না হলেও আগে-পরে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্থান করে নেবে—এমনটিই প্রত্যাশা।

ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ..... ঢাকা।

কালবেলা
20 AUG 2026

সিন্ডিকেটে বন্দি পান রপ্তানি সমিতি

চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ রপ্তানিকারকরা

- দুই যুগ ধরে চার নেতার হাতে সমিতির নিয়ন্ত্রণ, জিম্মি ব্যবসায়ীরা
- প্রত্যয়নপত্রের নামে চলছে চাঁদাবাজি
- সমিতির তালিকার বাইরে হয় না রপ্তানি, আয়ে বড় ধস
- সদস্য হতে পারছেন না নতুনরা বন্ধ আছে নবায়ন প্রক্রিয়া
- চাঁদা ছাড়া তালিকায় ওঠে না নাম
- নেই নিজস্ব কোনো ওয়েবসাইট
- হয় না ডিভিসি অডিট

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

একসময় দেশের কৃষিপণ্যের সম্ভাবনাময় রপ্তানি পণ্য ছিল পান। কিন্তু পণ্যটির রপ্তানি এখন নানা সংকটে ধুঁকছে। সমিতির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজিতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন রপ্তানিকারকরা। বড় ধস নেমেছে রপ্তানিতেও। রপ্তানিকারকদের অভিযোগ, পান রপ্তানির পুরো প্রক্রিয়া একটি সিন্ডিকেটের কবলে পড়েছে। 'বাংলাদেশ পান রপ্তানিকারক সমিতি' নামের সংগঠন ও সংগঠনটির প্রধান নেতারা এই সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। দীর্ঘ দুই যুগ ধরে সমিতির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে একই ব্যক্তিদের হাতে। তাদের ইশারায় চলে পান রপ্তানি।

অভিযোগ উঠেছে, সমিতির প্রভাবশালী চার নেতার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে সাধারণ

▸▸ প্রথম পৃষ্ঠার পর

রপ্তানিকারকরা কার্যত জিম্মি হয়ে পড়েছেন। তাদের নিয়ন্ত্রিত তালিকায় নাম না থাকলে রপ্তানি করা যায় না পান। আর তালিকায় নাম তুলতে ও রপ্তানি চালু রাখতে গুনতে হয় বাড়তি অর্থ। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশাসনিক জটিলতা ও আদালতের স্থগিতাদেশ। ফলে বিশ্ববাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পান রপ্তানিতে বিপাকে পড়ছেন সাধারণ রপ্তানিকারকরা। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় দিন দিন তাদের উদ্বেগ বাড়ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, পান দ্রুত পচনশীল কৃষিপণ্য হওয়ায় রপ্তানিতে বিঘ্নিত বা সামান্য বিলম্বিত হলেও পুরো চালান নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এতে কৃষক ন্যায্যমূল্য হারান, রপ্তানিকারকরাও লোকসানে বিক্রি করতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, সময় মতো চাহিদা অনুযায়ী পৌঁছাতে না পারলে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে রপ্তানিকারকদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে পান রপ্তানির বাজারে।

সমিতির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও আইনি জটিলতায় ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানি

খাত সংশ্লিষ্টরা জানায়, ২০০২ সালে 'বাংলাদেশ পান রপ্তানিকারক সমিতি' প্রতিষ্ঠার পর ২০০৩ সালের ৬ মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অফিস আদেশ জারি করে সমিতির সদস্য ছাড়া পান রপ্তানি করা যাবে না। একই বছরের ১৮ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও সমিতির সনদ ছাড়া রপ্তানি না করার নির্দেশ দেয়। এর ফলে সাধারণ রপ্তানিকারকদের পান রপ্তানি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে সাধারণ রপ্তানিকারকরা আদালতে গেলে রিটের আদেশ পক্ষে যায় এবং রপ্তানি ফের শুরু হয়। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ১৩ মার্চ ২০০৮ সালে আদালত সমিতির লাইসেন্স বাতিল করেন। ২০১৪ সালে সমিতি নতুন লাইসেন্স নিলে সেটিও চ্যালেঞ্জ করে রিট হয়। দীর্ঘ শুনানির পর ২০২৫ সালে সমিতি ফের লাইসেন্স পায়। একই বছর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পুরোনো অফিস আদেশ বহাল থাকার কথা জানালে কাস্টমস সমিতির সনদ ছাড়া রপ্তানি বিল প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর সমিতি ২৫ হাজার টাকা সদস্য ফি নির্ধারণ করে। কিন্তু সদস্য পদের জন্য অর্থ ও আবেদন করেও সদস্য পদ মিলছে না বলে অভিযোগ রপ্তানিকারকদের।

সব প্রক্রিয়া মেনে আবেদন করেও সদস্য পদ পাচ্ছেন না বলে জানান সবজি ও পান রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান জমজম গ্লোবাল এক্সপোর্টস অ্যান্ড ইম্পোর্টসের কর্ণধার মো. মুজিবুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সমিতির নেতাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। কিন্তু তারা নানা অজুহাত দেখিয়ে সদস্য পদ দিচ্ছেন না। হবে কি হবে না, হলেও কবে নাগাদ

ডলার ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২০ দশমিক ৬২ ডলারের রপ্তানি হয়েছে। অর্থাৎ পানের সবচেয়ে বড় গন্তব্য বাজারেও গত দুই অর্থবছরের রপ্তানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় অনেকখানি কমেছে।

প্রধান বাজার সৌদি আরবের আমদানিকারকদেরও উদ্বেগ

রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়ায় জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের বাণিজ্যিক যোগাযোগেও বাজারটি ধরে রাখার বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, চলতি বছরের ৩০ মে সৌদি আরবের কৃষিপণ্য আমদানিকারক সমিতি জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে লিখিত অভিযোগ পাঠিয়ে জানায়, বাংলাদেশ থেকে পান রপ্তানিতে প্রশাসনিক জটিলতা, অতিরিক্ত অর্থ আদায় এবং রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার কারণে ব্যবসা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জুন জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর সৈয়দা নাহিদা হাবিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক সরকারি চিঠিতে উল্লেখ করেন, উচ্চ গুণগত মানের কারণে সৌদি আরবের বাজারে বাংলাদেশি পানের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ পান সৌদি আরবে রপ্তানি হয়, সেহেতু এ বাজারে এ খাতে নির্বিঘ্ন রপ্তানি কার্যক্রম নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই তিনি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন।

রপ্তনি সহজ করার উদ্যোগ ও আদালতের স্থগিতাদেশ

পান রপ্তানি প্রক্রিয়াকে সহজ ও প্রতিযোগিতামূলক করতে চলতি অর্থবছর ৮ এপ্রিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০০৩ সালের পুরোনো অফিস আদেশটি বাতিল করে নতুন সার্কুলার জারি করে। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকও অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোকে রপ্তানি নথি সহজভাবে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়। কিন্তু ওই সার্কুলারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট হলে আদালত এর কার্যকারিতা স্থগিত করেন। ফলে পুরোনো প্রক্রিয়া ফিরে আসে এবং আবারও সমিতিনির্ভর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কৃষিপণ্যের রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস অ্যান্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর বলেন, কৃষিপণ্যে বিপুল সম্ভাবনা থাকা স্বত্ত্বেও নানা জটিলতায় তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। দীর্ঘ সময় ধরে পান রপ্তানিকারকরা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু বর্তমানে পান রপ্তানিকারক সমিতির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রপ্তানি আয়ও অনেক হারে কমে যাচ্ছে। সমিতি প্রত্যয়ন বা সনদ নিয়ে রপ্তানি—এটা কোনো

Dir Commt

রপ্তানির বাজারে।

সমিতির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও আইনি জটিলতায় ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানি

খাত সংশ্লিষ্টরা জানায়, ২০০২ সালে 'বাংলাদেশ পান রপ্তানিকারক সমিতি' প্রতিষ্ঠার পর ২০০৩ সালের ৬ মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অফিস আদেশ জারি করে সমিতির সদস্য ছাড়া পান রপ্তানি করা যাবে না। একই বছরের ১৮ জুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও সমিতির সনদ ছাড়া রপ্তানি না করার নির্দেশ দেয়। এর ফলে সাধারণ রপ্তানিকারকদের পান রপ্তানি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে সাধারণ রপ্তানিকারকরা আদালতে গেলে রিটের আদেশ পক্ষে যায় এবং রপ্তানি ফের শুরু হয়। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ১৩ মার্চ ২০০৮ সালে আদালত সমিতির লাইসেন্স বাতিল করেন। ২০১৪ সালে সমিতি নতুন লাইসেন্স নিলে সেটিও চ্যালেঞ্জ করে রিট হয়। দীর্ঘ শুনানির পর ২০২৫ সালে সমিতি ফের লাইসেন্স পায়। একই বছর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পুরোনো অফিস আদেশ বহাল থাকার কথা জানালে কাস্টমস সমিতির সনদ ছাড়া রপ্তানি বিল প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর সমিতি ২৫ হাজার টাকা সদস্য ফি নির্ধারণ করে। কিন্তু সদস্য পদের জন্য অর্থ ও আবেদন করেও সদস্য পদ মিলছে না বলে অভিযোগ রপ্তানিকারকদের।

সব প্রক্রিয়া মেনে আবেদন করেও সদস্য পদ পাচ্ছেন না বলে জানান সবজি ও পান রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান জমজম গ্লোবাল এক্সপোর্টস অ্যান্ড ইম্পোর্টসের কর্ণধার মো. মুজিবুল হক চৌধুরী। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সমিতির নেতাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। কিন্তু তারা নানা অজুহাত দেখিয়ে সদস্য পদ দিচ্ছেন না। হবে কি হবে না, হলেও কবে নাগাদ হবে—কিছুই জানাচ্ছে না। এদিকে রপ্তানি আটকে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে আমার। অনেক রপ্তানিকারকদের অভিযোগ, সদস্য হওয়ার পরও সনদ দেওয়া হচ্ছে না। উল্টো প্রত্যয়নপত্রের নামে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হচ্ছে।

পান রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্কাই ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার স্বপন সরকার বলেন, সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহসভাপতি এ চার নেতাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রত্যয়নপত্রের নামে চাঁদাবাজি চলছে। প্রতি চালানে সমিতি ১ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার সিস্টেম চালু করেছে। চালানপ্রতি নির্দিষ্ট অর্থও দিতে হয়, নইলে তালিকায় নাম উঠে না।

চাহিদামতো চাঁদা ছাড়া তালিকায় ওঠে না নাম

সাধারণ রপ্তানিকারকদের অভিযোগ, প্রতি দুই থেকে তিন দিন পরপর সমিতি থেকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন রপ্তানিকারকের তালিকা পাঠানো হয়। চাঁদা প্রদানকারীদের নাম তালিকায় রাখা হয়। চাহিদামতো চাঁদা না দিলে নাম বাদ দিয়ে নতুন তালিকা পাঠানো হয়। ফলে বৈধ রপ্তানিকারক হয়েও অনেক প্রতিষ্ঠান পান রপ্তানি করতে পারছে না। পান রপ্তানিকারক ডলফিন ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার আনোয়ার হোসাইন বলেন, তালিকায় নাম উঠাতে ১৭ কেজি বাস্কেটে ৭৫০ টাকা ও ১০ কেজি বাস্কেটে ৫০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। নইলে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং পণ্য পাঠানো যায় না। শুধু তাই নয়, একজন রপ্তানিকারক মাসে কতটুকু রপ্তানি করতে পারবেন, তার সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়। এসব কারণে সাধারণ রপ্তানিকারকরা রপ্তানি করতে পারছেন না এবং এর প্রভাব রপ্তানি আয়েও পড়ছে।

রপ্তানি আয়ে বড় ধস:

সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যানেও। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পান রপ্তানি আয় ৩৪ দশমিক ২১ শতাংশ কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩২ দশমিক ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যা কমে দাঁড়ায় ২১ দশমিক ৪৪ মিলিয়ন ডলার। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ৩০ দশমিক ১০ শতাংশ রপ্তানি আয় কম হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছে ২২ দশমিক ৭৮ মিলিয়ন ডলার।

এখানে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় সৌদি আরবের বাজার। কারণ, দেশের মোট পান রপ্তানি আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই আসে এই একটি দেশ থেকে। রপ্তানিকারকরা জানান, সৌদি আরবের জেদ্দায় সবচেয়ে বেশি পান রপ্তানি হয়ে থাকে। ফলে এ বাজারে সামান্য বিঘ্নও পুরো রপ্তানি খাতকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

রপ্তানি পরিসংখ্যানে নজর দিলে দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বড় এ বাজারে যেখানে ৩০ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারের পান রপ্তানি হয়েছিল, সেখানে

হাবিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক সরকারি চিঠিতে উল্লেখ করেন, উচ্চ গুণগত মানের কারণে সৌদি আরবের বাজারে বাংলাদেশি পানের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ পান সৌদি আরবে রপ্তানি হয়, সেহেতু এ বাজারে এ খাতে নির্বিঘ্ন রপ্তানি কার্যক্রম নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই তিনি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন।

রপ্তনি সহজ করার উদ্যোগ ও আদালতের স্থগিতাদেশ

পান রপ্তানি প্রক্রিয়াকে সহজ ও প্রতিযোগিতামূলক করতে চলতি অর্থবছর ৮ এপ্রিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০০৩ সালের পুরোনো অফিস আদেশটি বাতিল করে নতুন সার্কুলার জারি করে। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকও অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোকে রপ্তানি নথি সহজভাবে নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়। কিন্তু ওই সার্কুলারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট হলে আদালত এর কার্যকারিতা স্থগিত করেন। ফলে পুরোনো প্রক্রিয়া ফিরে আসে এবং আবারও সমিতিনির্ভর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কৃষিপণ্যের রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস অ্যান্ড অ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর বলেন, কৃষিপণ্যে বিপুল সম্ভাবনা থাকা স্বত্ত্বেও নানা জটিলতায় তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। দীর্ঘ সময় ধরে পান রপ্তানিকারকরা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু বর্তমানে পান রপ্তানিকারক সমিতির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রপ্তানি আয়ও অনেক হারে কমে যাচ্ছে। সমিতি প্রত্যয়ন বা সনদ নিয়ে রপ্তানি—এটা কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। এর ফলে যে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি ও বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে, তা রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এটা দ্রুত সমাধান হওয়া উচিত। সমিতিনির্ভর নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে ডিজিটাল, উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সরকারি নিবন্ধন ও কাস্টমস যাচাইয়ের ভিত্তিতেই রপ্তানির সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত।

বছরের পর বছর একই নেতার হাতে পান রপ্তানিকারক সমিতি

জানা গেছে, ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে একই কমিটি পান রপ্তানিকারক সমিতি নেতৃত্বে রয়েছেন। সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন একরামুল করিম, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন জামাল উদ্দীন সিকদার, সহসভাপতি মামুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুকুল। প্রতিষ্ঠার পর দুই যুগ পার হলেও সমিতির কোনো বার্ষিক সাধারণ সভা হয়নি। নির্বাচন না দিয়ে একই নেতৃত্ব বহাল রাখা হচ্ছে। সমিতির নেই নিজস্ব ওয়েবসাইট। অভিযোগ রয়েছে, সমিতিটি নিয়মিত ডিভিসি অডিটও (ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কোড) করায় না। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমানে সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উল্লেখযোগ্য নিজস্ব কোনো পান রপ্তানির ব্যবসাও নেই। তারা শুধু ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে চাঁদা তোলেন।

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে পান রপ্তানিকার সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. জামাল উদ্দিন সিকদার বলেন, আমাদের সমিতির বিষয়ে এখন কয়েকটা মামলা চলমান আছে। আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার বলছেন, এ মুহূর্তে এ সব ব্যাপারে কোনো কিছু না বলার জন্য। কারণ, কোন বক্তব্য আবার আমাদের লিগ্যাল ম্যাটারে হিট করে, এটা আমি জানি না। লিগ্যাল ম্যাটারটা শেষ হলে আমরা প্রেস কনফারেন্স করে জানাব।

তারপরও রপ্তানি কমার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রপ্তানি কমছে এ প্রশ্নটা রং। সমিতির নির্বাচনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমাদের সব কিছু আপডেট। এটা কোর্ট ম্যাটার তো আর এটা কিছু বলা যাবে না। আমি যেটা সত্যি, সেটা বলছি। অভিযোগ কে কী করল, না করল এটা আমার কিছু আসে না।

সমিতির অডিট না হওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে জামাল উদ্দিন বলেন, আমি আপনাকে বললাম লিগ্যাল ম্যাটারে কিছু বলাটা ঠিক হবে না। সভাপতি এবং সেক্রেটারির নিজস্ব কোনো রপ্তানি নেই—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই রপ্তানি লিগ্যাল ওয়েতে জন্ম দিছি আমি। লিগ্যাল ভাবে যে রপ্তানি হয়, সেটার জন্ম দিছি আমি। আমার নাম জামাল উদ্দিন শিকদার। আমার কোম্পানির নাম এয়ার অ্যান্ড জেনারেল ট্রেডিং। অবৈধভাবে যারা ব্যবসা করে, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। সমিতির চাঁদাবাজির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কোনো জবাব না দিয়েই ফোন কেটে দেন

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।